দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... ... JUL 2 3 199[illegible]
পৃঃ ১০ কলাম ১.....

দুটি সরকারি কলেজই শিবিরের দুর্গ

দুই দশকে শিবির ক্যাডারদের হাতে খুন হয়েছে অসংখ্য শিক্ষার্থী

হারুন উর রশীদ ঃ চট্টগ্রাম মহানগরী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই দশক আগে শিবিরের সন্ত্রাস শুরু হয়। শিবির সন্ত্রাসের রাজনীতিতে হাত কাটা, রগকাটা ও জবাই করে হত্যার সংস্কৃতির জন্ম দেয়। চট্টগ্রাম মহানগরীতে অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেলও শিবিরই প্রথম ব্যবহার করে। গত ১৯ বছরে শিবির ক্যাডারদের হাতে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্র ইউনিয়নের প্রায় দেড়শ নেতা-কর্মী খুন হয়েছে। পুলিশের হিসেব মতে ৫৭ জন ছাত্রলীগের কর্মী খুন হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ১শ ছাড়িয়ে যাবে বলে সূত্র জানায়। রাজনৈতিক সহিংসতা তথা হত্যাকান্ড ও নির্মমতায় শিবির ক্যাডাররা চট্টগ্রামে শীর্ষস্থানটি দখল করে আছে। শিবির ক্যাডারদের সর্বশেষ নৃশংসতার শিকার হল চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে ছাত্রলীগের ৬ জন নেতা-কর্মীসহ ৮ জন।

১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ দখল করে শিবির। শিবির ক্যাডাররা ৮/১০টি মাইক্রোবাস নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজকে ২ দিক থেকে ঘেরাও করে ফিল্মি স্টাইলে স্টেনগান উঁচিয়ে গুলি করতে করতে চট্টগ্রাম কলেজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় শিবিরকে একটি বাম ছাত্র সংগঠন কলেজ দখলে সহায়তা করে। কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বের করে দেয় শিবির ক্যাডাররা। এর ১ বছর পর ছাত্রলীগ নেতা ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজের জি এস তবারক হোসেনকে চট্টগ্রাম কলেজের গেটে হত্যা করে শিবির চট্টগ্রামে হত্যার রাজনীতি শুরু করে। ১৯৮২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তবারক হোসেনকে চট্টগ্রাম কলেজের গেটে নির্মমভাবে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রবাসে শাহাদাতকে জবাই করে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। চট্টগ্রাম কলেজ শিবির দখল করে নেয়ার পর একই স্টাইলে দখল করে নেয় পার্শ্ববর্তী মোহসীন কলেজ। চট্টগ্রাম মহানগরীতে এ দুটি কলেজ এখনো শিবিরের দুর্গ। চট্টগ্রাম কলেজের আস্তানা ছিল দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার নাসিরের। নাসিরই প্রথম চট্টগ্রামে একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহার করে।

১৯৮৬ সালে শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমত রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দখলদারিত্ব কায়েম করে। এরপর ছাত্র শিবিরের হাতে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ৭ জন নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে শতাধিক। ১৯৮৬ সালের ২৫শে নভেম্বর তৎকালীন ছাত্র শিবির সভাপতি আমির হোসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তারা সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে হুইসেল বাজিয়ে ছাত্রসমাজ নেতা হামিদকে আটক করে ২ হাত কেটে নেয়। এরপর কাটা হাত নিয়ে তারা প্রকাশ্যে উল্লাস ও মিছিল করে। পরে শিবিরের হাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একে একে প্রাণ হারায় আমিনুল ইসলাম, ফারুকুজ্জামান ফারুক, নুরুল হুঁদা মুসা, মুশফিকুস সালেহীন, তলাপাত্র, মুশফিক। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মুশফিককে শিবির সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে '৯৯ সালের ১৮ই মে। মুশফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ছেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের ছাত্র আমিনুল হক বকুলকে '৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর গুলি করে হত্যার পর শিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাসের পাশে ৪টি কটেজে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি হল এখনো শিবিরের দখলে। গত ১২ই জুলাই বহদ্দারহাটে ৮ হত্যাকান্ডের পরও শিবির হল ৩টিতে তাদের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বহদ্দারহাটে কর্ণফুলী সড়কে ৮ খুনের স্থানটিতে ১৯৯৮ সালে আরো একটি নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছিল শিবির। '৯৮-এর ডিসেম্বরে শিবির ওই স্থানে ছাত্রলীগ নেতা এনাম, মনসুর ও শহীদকে খুন করে। এই ট্রিপল মার্ডারের মূল আসামিদের ৮ হত্যার আসামিদের মতো পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। গত বছরের ২০শে জুন পাঁচলাইশের চাতাইল্লা বাজারে শিবির ক্যাডাররা প্রকাশ্যে হত্যা করে নগর আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক ও ওয়ার্ড কমিশনার লিয়াকতকে। হত্যাকান্ডের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালদিঘির ময়দানে লিয়াকতের হত্যাকারীদের মাটি খুঁড়ে গ্রেফতারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি।

চট্টগ্রাম শহরে শিবির সন্ত্রাসের ঘাঁটি গেড়েছে অত্যন্ত কৌশলে। কখনো দু একটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের এবং কখনো ছাত্রলীগের শিবির ঃ পৃঃ ২-কঃ ৬

শিবির ঃ শুরু থেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রুপিংয়ের সুযোগে শিবির তার অবস্থান শক্ত করেছে। মান্দাকিনীর নাসির ও তার ২৫ সদস্যের সশস্ত্র বাহিনী শিবিরের সশস্ত্র গ্রুপ হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া শিবিরের আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী কাফি হালে শিবিরের সশস্ত্র গ্রুপের হাল ধরেছে। সাবেক এনডিপি সদস্য ছোট নাসিরও এখন শীর্ষ শিবির ক্যাডার। চট্টগ্রামে শিবিরের প্রশিক্ষিত সশস্ত্র ক্যাডারের সংখ্যা প্রায় ১শ বলে পুলিশ জানায়।

চট্টগ্রামের কুলগাঁও, বাকলিয়া, বহদ্দারহাট, পাঁচলাইশ, চরবাকলিয়া, উত্তর হালিশহর, মধ্যহালিশহর, দক্ষিণ হালিশহর, পশ্চিম ষোলশহর, শুলকবহর, মুরাদপুর, চান্দগাঁও প্রভৃতি এলাকা জামাত-শিবির অধ্যুষিত। স্থানীয় সূত্র জানায়, কোচিং সেন্টার, মেস ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওইসব এলাকায় জামাত- শিবির আস্তানা গেড়েছে। আশির দশকে চকবাজার এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে ব্যাপক অর্থ ঢেলে জামাত-শিবির তার অবস্থান তৈরি করেছে। চকবাজারের চন্দনপুরায় চট্টগ্রাম কলেজ ও মোহসীন কলেজ নারকীয় হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে তারা দখল করে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান সংহত করে। চট্টগ্রাম কলেজ ও মোহসীন কলেজকে বলা হয় শিবিরের ক্যান্টনমেন্ট।